

প্রাক্তনীবার্তা

কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Institute of Agricultural Science, Calcutta University

স্থাপিত - ২০১০

প্রাক্তনী সংসদের মুখপত্র

দশম বর্ষ, ২০২৩



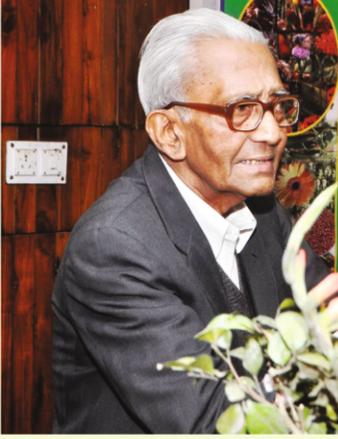
সম্পাদকীয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষালয়ের প্রাক্তনী সংসদ চতুর্দশ বছরে পড়ল। Covid-19 মহামারি অতিমারি সময় পেরিয়ে গত বছর থেকে সংসদ কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। গত বছর জুলাইতে সংসদের মুখপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরেই এবার প্রকাশিত হলো দশম বর্ষীয় মুখপত্র। Covid-19 তথা করোনা ভাইরাস দূর হয়েছে কি? খবরে উঠে আসা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখনও আমরা সন্ত্রস্ত। Sars-Cov-1 Virus এর অল্পবিস্তর কিছু পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটেই চলেছে। সংক্রমণের ধারা একেবারেই শেষ হয়ে যায়নি। WHO এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী COVID-19 এখন আর মহামারি অতিমারি নয়। আর মানবদেহে প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ছে। তবে আত্মসম্বস্তির সময় এখনও আসেনি।

এই প্রেক্ষাপটেই সেদিন Google-এ গিয়ে দেখা গেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষালয়টি পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিজ্ঞানে ২০২৩ এ স্নাতকোত্তর এবং গবেষণার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে রয়েছে। Covid-19 মহামারি অতিমারি সময়েও শিক্ষকমণ্ডলী,

গবেষক গবেষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। প্রাক্তনী সংসদ এতে গর্বিত বোধ করছে। বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলী, গবেষক গবেষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রইল প্রাক্তনী সংসদের আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা। এর সাথে সাথে আমরা একটা আশাও রাখব তারা যেন প্রাক্তনী সংসদের সদস্য হয়ে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কৃষিবিজ্ঞান এবং কৃষিপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক ভাবে কৃষিশিল্পের উন্নয়নে সামিল হবে। কৃষি শিল্পের উন্নতির জন্য কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষি প্রযুক্তিবিদ এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের ভূমিকার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে দেশের মোট উৎপাদনের ১৬ শতাংশই কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। আর মোট রপ্তানীর ১৫ শতাংশ হয় কৃষিজাত উৎপাদন থেকে। আগামী দিনে কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখায় স্নাতকোত্তর এবং গবেষকদের ভূমিকা আরও গুরুত্ব লাভ করবে।

শোক সংবাদ



গত এক বছরে আমরা আমাদের অনেক বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক যারা কৃষিবিজ্ঞান, কৃষি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এবং কৃষি শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের হারিয়েছি। আমরা হারিয়েছি বিশিষ্ট উদ্যানবিদ্যার অধ্যাপক তরণ কুমার বোসকে, যিনি আমাদের কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষালয়ের প্রথম প্রাক্তনীও (১৯৫৪)। তিনি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপনা করতেন। সেখানকার ডিরেক্টর অব্ রিসার্চও ছিলেন। একসময় আলিপুর এগ্রিহাটিকালচারাল সোসাইটির সম্পাদকও ছিলেন। উদ্যান বিদ্যার বেশ কিছু বইয়ের



লেখকও তিনি। আমরা হারিয়েছি অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়কে। যিনি ওড়িয়া কৃষি এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এছাড়া, ডঃ হিমাদ্রি সেন এবং অধ্যাপক নন্দদুলাল পাড়িয়াকে হারিয়েছি আমরা। ডঃ সেন এবং অধ্যাপক পারিয়া কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষালয়ের অতিথি শিক্ষক ছিলেন। প্রথমজন কৃষি রসায়ন এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে, এবং দ্বিতীয়জন প্ল্যান্ট ফিজিওলজি এবং জেনেটিক্স প্ল্যান্ট ব্রিডিং বিভাগে। অধ্যাপক পারিয়া আবার দু'বছরের জন্য বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন। আমাদের প্রাক্তনী সংসদের একজন যুগ্ম সম্পাদক এবং অধ্যাপক ডঃ আশীষ চক্রবর্তী (বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) আমাদের ছেড়ে গেছেন। আমরা হারিয়েছি গবেষিকা ডঃ অনিতা সাহাকে (প্ল্যান্ট ফিজিওলজিস্ট), কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও বিশিষ্ট প্রাক্তনী রথীন্দ্রনাথ সাহা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সমস্ত হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের আত্মার শান্তি কামনা করি। জানাই শোকসন্তপ্ত পরিবারদের আন্তরিক সমবেদনা।

প্রাক্তনী বার্তা প্রকাশ

The tenth issue of "Praktani Barta", the mouth piece of the Alumni Association highlighting various activities and associated matters was released on July, 2022.

Toppers and Cash awards

We used to provide a cash award along with an appreciation certificate to the toppers in the M.Sc (Ag) Examination in each year, in each of the six departments of IAS (CU). We provided such award and certificate in the Eleventh Annual General Meeting held on July 14 2022. Now, the 12th Annual General Meeting is being held on 8th August, 2023. Like the previous year, we will award the toppers of 2022 as indicated below :-

Department	Name	Year	Contact Number
Agricultural Chemistry & Soil Science	Akash Majumder	2022	6291155830
Agronomy	Pratistha Mitra	2022	9382515259
Genetics & Plant Breeding	Madhusmita Behera	2022	8327774262
Horticulture	Madhumita Sarkar	2022	7908438242
Plant Physiology	Bibhas Dey	2022	9614693231
Seed Science & Technology	Anupam Bangal	2022	8348207476

A Cash award of Rs. 3,000.00 (Three thousand only) will be given to each of the above mentioned toppers of the six Departments of the IAS (CU) this year (passed out in 2022). This include additional Rs. 2000 to each of the toppers, because, Dr. Mrinmoy Dutta, a Retd.

Principal Scientist, ICAR, and a Life Member of the Alumni Association has donated Rs. 12,000 (Twelve thousand only) this year for the purpose, in addition to the Association's own cash award of Rs. 1000.00 (One thousand) to each of the toppers of our Institute of Agricultural Science, CU.

আবেদন

Alumni Association এর Life Membership নেওয়ার জন্য সমস্ত প্রাক্তনীদেবর অনুরোধ জানাই।

—Dr. Narayan Chandra Basu, President, AAIAS

Membership and for other issues please contact:

Prof. A. K. Mandal, General Secretary, Alumni Association of the Institute of Agricultural Science, Department of Seed Science and Technology, 51/2 Hazra Road, Kolkata - 700 019
E-mail : iascualumni@gmail.com; akmcu2002@gmail.com

অন্য প্রসঙ্গ

2023-আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ (International Year of Millets, IYOM, 2023)



2018 সালে ভারতবর্ষ বিশ্ব খাদ্যকৃষি সংস্থার (The World Food and Agriculture Organisation, FAO) কাছে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ (International Year of Millets) পালনের প্রস্তাব পেশ করে। সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। বিশ্ব খাদ্য কৃষি সংস্থার সেই অনুমোদিত প্রস্তাব আন্তর্জাতিক সংস্থা-সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের (United Nations, UN) সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। সেই অনুসারে 2023 সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ (International Year of Millets, IYOM) হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষের কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকেও সেই মতো জানানো হয়—সারা দেশেই “2023 আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ” পালিত হবে। United Nations এর ঘোষণা অনুযায়ী সারা বিশ্ব জুড়েই পালিত হবে—“2023 আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ”।

মিলেট পরিচিতি : একসময়ে মিলেটকে বলা হত “গরীবের শস্য”—“Cereals of the Poor” (Cereals কথাটি এসেছে কৃষি ও শস্যের অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী ডিমিটারের রোমান নাম “Ceres” থেকে)। 2018 সালে ভারতবর্ষ একে “Super Food” এ উত্তীর্ণ

করে। এর নতুন নাম হয় “Nutritive Cereals”—“পুষ্টিকর খাদ্য”। তখন থেকেই মিলেট সমূহ ধান এবং গমের জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠতে শুরু করে। প্রধান দানা শস্য ধান ও গম ছাড়া বাকী সব মোটা দানাশস্য যেমন, বার্লি (Barley), ভুট্টা (Maize), জোয়ার (Sorghum), রজক (Pearl millet), রাগি (Finger millet), কুটুকি (little millet), কোডো (Kodo millet), প্রোসো (Checna millet), fox tail millet ; আবার কিছু Pseudo cereals, যেমন—amaranth, buck wheat ও মোটাদানা শস্য নামে পরিচিত। মোটা দানা শস্যের মধ্যে বার্লি ও ভুট্টা ছাড়া বাকী সব Millet নামে পরিচিত। Millet গোত্রীয় এবং Pseudo cereals মোটাদানা শস্যগুলিকে নিম্নতর শস্য ভাবা হলেও ধান ও গমের তুলনায় খাদ্যগুণে অনেকটাই সমৃদ্ধ। বিশেষ করে প্রোটিন, ফাইবার, মিনারেলস্, ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাসে। আর ফ্যাটের পরিমাণ ধান ও গমের তুলনায় অনেক কম।

বিজ্ঞানী এবং গবেষক মহলে বিশ্বাস যে মিলেট শস্যসমূহের চাষ সবার আগে শুরু হয়েছিল (first among cereals to be domestically cultivated)। মিলেট প্রাচীনতম শস্যগুলির মধ্যে অন্যতম। মনে করা হয়, এর উৎপত্তিস্থল উত্তর আফ্রিকার এথিওপিয়াতে, যেখানে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই Millet কে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হত। এমন কি, বাইবেলেও খামির মিশিয়ে অজারিত রুটিতেও (Unleavened bread) মিলেটের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। এখনও অতি প্রয়োজনীয় প্রধানতম খাদ্য হিসাবে মিলেটের ব্যবহার চালু রয়েছে সারা আফ্রিকা জুড়ে। এশিয়ায়, বিশেষ করে, ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকেই খাদ্য হিসাবে মিলেটের ব্যবহার চলে আসছে। মধ্যযুগে আলু ও ভুট্টার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার প্রচলনের অনেক আগে থেকেই সারা ইউরোপে, বিশেষ করে, পূর্ব ইউরোপে মিলেট ছিল প্রধানতম খাদ্যশস্য। মিলেটের Setaria জাতটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। একসময়



পশু পানির খাদ্য হিসাবে মিলেটের ব্যবহার চালু থাকলেও, বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে মিলেটের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। বিশেষ করে, গ্লুটেন মুক্ত মিলেট খাদ্য হিসাবে গমের বিকল্প হয়ে উঠছে।

বাণিজ্যিক ভাবে মিলেটের চাষ বাড়ছে সারা পৃথিবীতেই। জলবায়ুর পরিবর্তনে অনেক দেশেই চাষবাসে পরিবর্তন আসছে। ভারতবর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। মিলেটের স্থিতিস্থাপকতার (Resiliency) জন্য যেকোন পরিবেশেই এর চাষ সম্ভব। অন্যান্য শস্যের তুলনায় মিলেটের চাষে খুবই কম জল লাগে। সারের প্রয়োজনীয়তাও নেই বললেই চলে। পোকামাকড়ের আক্রমণও নেই। বলতে গেলে যে কোন প্রতিকূল পরিবেশেই মিলেটের চাষ সম্ভব।

সারা বিশ্বে মিলেটের বাণিজ্যিক উৎপাদন ভারতবর্ষ, চীন এবং নাইজিরিয়াতে। সারা বিশ্বের মোট মিলেট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়াতে; ইউরেশিয়া এবং মধ্য এশিয়াতে শতকরা ১৪ ভাগ, আর আফ্রিকাতে শতকরা ১-৬ ভাগ, বাকী বিশ্বে শতকরা ১০ ভাগ। বিশ্বের মোট ২৮ মিলিয়ন টন মিলেট উৎপাদনের ৩৩-৩৭% ভারতবর্ষে। এখানে ৭ মিলিয়ন

হেক্টরের বেশী জমিতে মিলেটের চাষ আর মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৫ মিলিয়ন টন।

2023 IYOM এর উদ্দেশ্য : “2023 আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ” পালনের সার্বিক উদ্দেশ্য হল—উন্নত শস্য পর্যায়েক্রমে মিলেটের চাষ এবং তার ফলপ্রদ ক্রমাগত নিশ্চিত করে বিশ্ব খাদ্য ভাণ্ডারে অন্যতম উপাদান বা অংশ হিসাবে মিলেট শস্য সমূহের গুরুত্ব বাড়ানো। এর ফলে গোটা খাদ্য শৃঙ্খলে মিলেট পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অঙ্গরূপে পরিগণিত হবে। এছাড়া, ফলপ্রদ এবং কার্যকর প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে খাদ্য হিসাবে মিলেটের উন্নত ব্যবহার সুনিশ্চিত করাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

IYOM 23 প্রতিপালনে মিলেট শস্য খাদ্যসুরক্ষায় এবং পুষ্টি জোগাতে সচেতনতা বাড়াবে। এসব ছাড়াও IYOM-23 র নজর থাকবে মিলেট গবেষণা, সার্বিক বিকাশ কার্যক্রম এবং মিলেট চাষ প্রসারণে।

—ডঃ নারায়ণ চন্দ্র বসু।

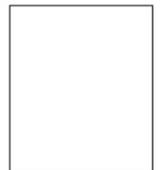


প্রাক্তনীবার্তা সন্মাদক মন্ডলী

ডঃ নারায়ণ চন্দ্র বসু, অধ্যাপক অলক কুমার মণ্ডল, অধ্যাপক অজিত কুমার দলুই, ডঃ ধূর্জটি চৌধুরী,
ডঃ অহনা চক্রবর্তী এবং শ্রী নীহার নারায়ণ সিনহা।

PRINTED MATERIALS

BOOK POST



If undelivered please return to:-

General Secretary,
Alumni Association of the Institute of Agricultural Science,
University of Calcutta, 51/2, Hazra Road, Kolkata-700 019.
E-mail : iascualumni@gmail.com

Website: www.caluniv.ac.in/academic/agriculture.htm or www.agriculture-caluniv.in

Published by Prof. Alak Kumar Mandal, General Secretary, Alumni Association of the Institute of Agricultural Science, C.U.